

## জগদল

এক “ভদ্রনোক” ছ’বছর আগেও বয়স বলত ত্রিশ, এখনো ত্রিশ। অর্থাৎ কিনা “ভদ্রনোকের এক কথা”। এর বিশ্ব-রেকর্ড হল শারিয়ার হুদুদ। পরিবর্তনশীল মানব-সমাজে এ অচল-অনড়কে আমরা জগদল বলতে পারি সহজেই। জগদল পাথর বলা হয় শুধু তাকেই যে অভিশাপ মানুষের বুকের ওপরে হিমালয়ের মত বসে থাকে - কথাটার আর কোন ব্যবহার আমার জানা নেই।

এবারে হিসেবের কড়ি। ইমতিয়াজ নামে অ্যামেরিকা-প্রবাসী এক পাকিস্তানীর বৌ-বাচ্চা পাকিস্তানে থাকে। এর মধ্যে বৌটার আরেকটা বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চার ডি-এন-এ টেস্ট করে সে প্রমাণ করেছে ও বাচ্চা তার নয়। বাচ্চাটা তার বৌয়ের পরকীয়ার ফসল বলে সে লাহোর হাইকোর্টে মামলা করেছে, আজহার নামে এক লোককে বাচ্চার বাপ হিসেবে সে সনাক্ত করেছে। এখন আজহারের ডি-এন-এ টেস্ট করলেই পরকীয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়, পরিকীয়ার অপরাধে তার (বিবাহিত হলে) মৃত্যুদন্ড বা (অবিবাহিত হলে) বেত্রাঘাত হয়।

কিন্তু না, তথাকথিত “আল্লামার আইন”এ সে দরজা বন্ধ। হুদু মানে সীমা, ওই আইন মানুষের অধিকারের সীমার বাইরে। আর যেহেতু সপ্তম শতাব্দীতে ডি-এন-এ টেস্ট ছিল না তাই এখন আজহারদের হুদুদ শাস্তি দেবার কোনই উপায় নেই। আর মালিকি আইনের খপ্পরে পড়লেই গর্ভবতী হবার দৃশ্যমান প্রমাণে বৌটার মৃত্যুদন্ড হবে (হানাফি-শাফি’ আইনে নয়)।

- ১। “হুদুদের শাস্তির উপযুক্ত অবৈধ সংসর্গ অথবা ধর্ষণের নিম্নলিখিত প্রমাণ প্রয়োজন, যথা-(অপরাধীর স্বীকারোক্তি), অথবা কমপক্ষে চারিজন বয়স্ক মুসলমান পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য” - পাকিস্তানের হুদুদ আইন ১৯৭৯-এর ধারা ৭, ১৯৮০-এর ধারা ২০ দ্বারা সংশোধিত।
- ২। “ইসলামী আইনের যে অংশ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নায়ে বিধৃত হইয়াছে সেগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাহাতে সংশোধনের কোন সুযোগ নাই” - বাংলা “বিধিবিদ্ধ ইসলামী আইন” ৩য় খন্ড ১১পৃষ্ঠা।
- ৩। “অন্য আইন-ব্যবস্থার মত ইসলামী আইন-ব্যবস্থায় কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা প্রতিস্থাপন করা যাইবে না” “১৫০০ হিজরিতে শারিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা” - ডঃ আবদুর রহমান ডোই - ৪৪ পৃষ্ঠা।
- ৪। “যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না” - “ইসলামি ল’ অ্যান্ড কনস্টিটিউশন” - মৌদুদী - ১৪০ পৃষ্ঠা।

মুশকিল হল এই যে, শারিয়ায় অন্যায়-অবিচার যখনই দেখানো হয়েছে তখনই অন্য জায়গার জামাতিরা চীৎকার করে বলেছেন ওরা শারিয়া বোঝে না, ওটা শারিয়ার অপপ্রয়োগ। আর নিজেরা ক্ষমতা পেলে ওই অন্যায়টাই করেছেন। কারণ একটাই, অন্যায় না করে শারিয়া-প্রয়োগের উপায় নেই। সেখানে জামাতি-শৃংখলে উকিল মোক্তার জজ-ব্যরিষ্টারদের হাত-পা বাঁধা। গোআজম-মত্যানিজামীদের কথা নাহয় বাদই দিলাম, ওদের স্বার্থ আছে। কিন্তু সাধারণ জামাতিদের কি হল? কখন তাঁরা চোখ খুলবেন? কখন তাঁরা প্রশ্ন করবেন? এ কলংক তো শুধুমাত্র তত্ত্ব নয়, অতিতও নয়। এ যে নিদারুণ বর্তমান, নিদারুণ বাস্তব, ঘটেই চলেছে একের পর এক!

**Lahore High Court rejects DNA test as evidence in adultery case**

LAHORE: Justice Ali Nawaz Chowhan of the Lahore High Court has observed that DNA test is not acceptable as evidence in a case of Zina, as under the Hadood Ordinance four witnesses, or voluntary confession is required as proof. ....its utility and value is acceptable, but not in a case falling under the penal provisions of Zina punishable under the Hadood Ordinance with its own standard of proof, the judge added.

১৪ই জুন ৩৫ মুক্তিসন